বাতিল টেস্ট ২০২২ সালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : দিন এখনও চূড়ান্ত হয়নি। কোন মাঠে খেলা হবে, সেটাও চূড়ান্ত নয়। কিন্তু বড় কোনও অঘটন না হলে বাতিল হওয়া ম্যাঞ্চেস্টার টেস্ট আগামী বছরেই হচ্ছে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ও ইসিবি-র বৈঠকে এমন সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে খবর। যদিও সরকারিভাবে এখনও বিসিসিআই বা ইসিবি, কোনও তরফেই এই ব্যাপারে মন্তব্য করা হয়নি। জানা গিয়েছে, আগামী বছর ইংলিশ সামারে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা যখন সাদা বলের সিরিজ খেলার জন্য বিলেতে যাবেন, তখনই ম্যাঞ্চেস্টারে করোনা আতঙ্কে বাতিল হওয়া টেস্ট হবে।

দুই দেশের বোর্ডকর্তাদের বৈঠকে আপাতত ঠিক হয়েছে, একটি মাত্র টেস্টই হবে। সূত্রের খবর, পূর্ণাঙ্গ সূচি চূড়ান্ত করার সময় যদি দেখা যায় হাতে

ভারত-ইংল্যান্ড

পর্যাপ্ত সময় থাকছে, তাহলে টেস্ট বা টি২০ ম্যাচের সংখ্যা বাড়তেও পারে।

বিসিসিআইয়ের একটি সূত্র আজ বিকেলে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বাতিল টেস্ট ২০২২ সালে আয়োজন করা নিয়ে বলেছেন, 'দুই দেশের বোর্ডের বাতিল টেস্ট আয়োজন নিয়ে আলোচনা হয়েছে পজিটিভভাবে। আগামী বছর কোহলিরা ইংল্যান্ড গিয়ে একটি টেস্ট খেলছেনই। পরিস্থিতি বুঝে ম্যাচের সংখ্যা বাড়তেও পারে।'

কেন ম্যাচের সংখ্যা বাড়ানোর ভাবনা? জানা গিয়েছে, ম্যাঞ্চেস্টার টেস্ট বাতিলের কারণে ইসিবি-র বিশাল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। সেই ধাক্কা সামলানোর জন্যই ম্যাচের সংখ্যা বাড়ানোর ভাবনা বলে খবর।

কলকাতা লিগের সূচিতে দুই প্রধান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : শনিবার রাত পর্যন্ত কলকাতা লিগ খেলা নিয়ে আইএফএর চিঠির জবাব দেয়নি এসসি ইস্টবেঙ্গল ও এটিকে মোহনবাগান। তবে তাদের রেখেই লিগের নকআউট কোয়ালিফায়ারের সূচি ঘোষণা করল আইএফএ। এই পর্যায় থেকে ২টি দল নকআউটে যাবে। ২৮ সেপ্টেম্বর কোয়ালিফায়ারের প্রথম চারটি ম্যাচ হবে। প্রথম গ্রুপে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব মুখোমুখি হবে এটিকে মোহনবাগানের। টালিগঞ্জ অগ্রগামী খেলবে সাদার্ন সমিতির বিরুদ্ধে। এই দুই ম্যাচের বিজয়ীরা ৩০ সেপ্টেম্বর মুখোমুখি হবে। অন্যদিকে, দ্বিতীয় গ্রুপে এরিয়ানের বিরুদ্ধে এসসি ইস্টবেঙ্গল এবং খিদিরপুরের বিরুদ্ধে রেলওয়ে এফসি খেলবে। এই গ্রুপের দুই বিজয়ীর মধ্যে ম্যাচও ৩০ সেপ্টেম্বর হবে।

ফাইনালে সানিয়া

ওস্ত্রাভা (চেক প্রজাতন্ত্র), ২৫ সেপ্টেম্বর : চলতি মরশুমে দ্বিতীয়বার ফাইনালে উঠলেন ভারতের টেনিস তারকা সানিয়া মির্জা। শনিবার চিনের ঝ্যাং সুহাইকে নিয়ে ওস্ত্রাভা ওপেনের খেতাবি লড়াইয়ে জায়গা করে নিয়েছেন হায়দরাবাদী টেনিস সুন্দরী। এদিন সানিয়ারা ৬-২, ৭-৫ গেমে জাপানের এরি হোজুমি-মাকাতো নিনোমিয়াকে হারিয়েছেন। সময় লেগেছে ১ ঘণ্টা ২১ মিনিট। রবিবার সানিয়ার সামনে চলতি মরশুমে প্রথমবার খেতাব জয়ের সুযোগ রয়েছে। গত মাসে তিনি ক্লিভল্যান্ড চ্যালেঞ্জার্সের ফাইনালে উঠেছিলেন।

রাডুকানুর সিদ্ধান্ত

লন্ডন, ২৫ সেপ্টেম্বর : ইউএস ওপেন জয়ের দুই সপ্তাহের মধ্যে কোচের পদ থেকে অ্যান্ড্রু রিচার্ডসনকে ছেঁটে ফেললেন এমা রাডুকানু। এবার তিনি ডব্লিউটিএ টুরে নিজের ছাপ রাখতে বদ্ধপরিকর। তাই প্রশিক্ষক হিসেবে একজন অভিজ্ঞকে চাইছেন তিনি। শুক্রবার রাডুকানু বলেছেন, 'কোচিং টিমের অভিজ্ঞতা কঠিন ম্যাচে কাজে দেয়। আমি এমন একজনকে (কোচ) চাইছি, যার পেশাদার টুরে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে।'

সংবর্ধিত অংশু

মালবাজার, ২৫ সেপ্টেম্বর : সম্প্রতি জাতীয় স্তরের কুডো প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হয়েছেন মাল ব্লকের নিদাম চা বাগানের অংশু মির্ধা। শনিবার ভারতীয় সমাজ সেবা সংস্থার তরফে অংশু ও তাঁর বাবা তথা কোচ শম্ভু মির্ধাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

নর্থবেঙ্গল ক্যারাটে

বেলাকোবা, ২৫ সেপ্টেম্বর : বেলাকোবা ক্যারাটে শাখার নর্থবেঙ্গল ক্যারাটে প্রতিযোগিতা শনিবার অনুষ্ঠিত হল। বারোপাটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রংধামালির মহারাজঘাট এলাকায় বিভিন্ন জেলার ১৫০ জন ক্যারাটেকা অংশ নিয়েছিলেন।

জিতল সবুজ সংঘ

ইসলামপুর, ২৫ সেপ্টেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবলে শনিবার নন্দঝাড় সবুজ সংঘ ১-০ গোলে আদর্শ সংঘকে হারিয়েছে। ইসলামপুর হাইস্কুল মাঠে গোল করেন রাম হাঁসদা।

হাসপাতালে ধৈর্যের খেলায় ফুটবল সম্রাট

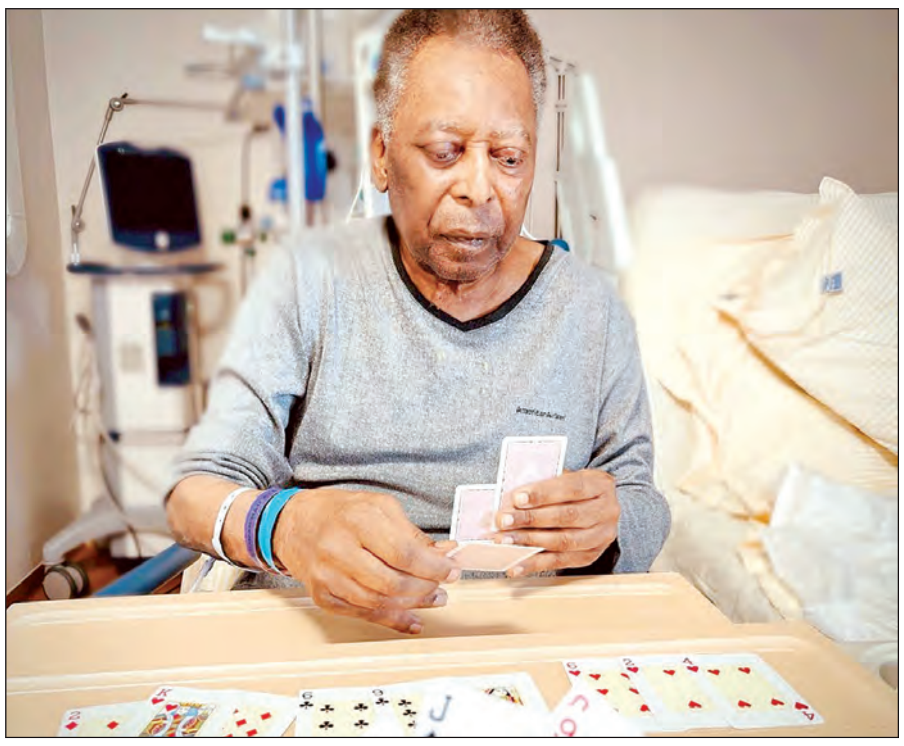

এখন অনেকটাই সুস্থ পেলে। তাস নিয়ে পেশেন্স খেলার ছবি পোস্ট করে লিখলেন মেয়ে কেলি নাসিমেন্টো। -ইনস্টাগ্রাম

ক্যাপ্টেন্সি বিতর্কের পর মুখোমুখি রোবি

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘদিনের সতীর্থ।

দুইজনের উত্থানও প্রায় একই সময়ে। যদিও বন্ধুত্বের রসায়ন খুঁজতে যাওয়া বৃথা। বরং ভারতীয় শিবিরে পরস্পরের প্রতিপক্ষ হিসেবে পরিচিত। বিরাট কোহলি বনাম রোহিত শর্মা। আগামীকাল যে 'ইগোর' লড়াইয়ের উত্তাপ নিয়েই মুখোমুখি মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর।

দ্বিতীয় পর্বে দুই দলই দুটি করে ম্যাচ খেলেছে। ফলাফলও এক। জোড়া হার। আগামীকাল হারের হ্যাটট্রিক আটকানোর টক্কর। দুই শিবিরের জন্যই কঠিন চ্যালেঞ্জ। মুম্বইয়ের মতো আরসিবিও হেরেছে চেন্নাই সুপার কিংস ও কলকাতা নাইট রাইডার্সের কাছে। অমিলও রয়েছে। পয়েন্ট টেবিলে বিরাটরা যেখানে তিন নম্বরে (৯ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট), সেখানে মুম্বই পাঁচে (৯ ম্যাচে ৮)।

কালকের ফলাফল ইকুয়েশনটা ফের বদলে দিতে পারে।

মর্যাদার ম্যাচের আগে দুই শিবিরই সতর্ক। চেন্নাই ম্যাচে হারের পর কোহলি জানান, নাইট ম্যাচের চেয়ে এই হারে বেশি হতাশ। কারণ একসময় চালকের আসনে থেকেও তা ধরে রাখতে পারেনি। পাওয়ার প্লে-র বোলিং নিয়েও অসন্তোষ গোপন করেননি। রোহিতের কাঠগোড়ায় দলের বোলার, ব্যাটসম্যান সবাই।

দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামের বাইশ গজ গুরুত্বপূর্ণ। কয়েকদিন আগে এই পিচেই দিল্লি ক্যাপিটালসের কাগিসো রাবাদা-আনরিচ নর্তজে জুটির আগুনে বোলিং চমকে দিয়েছিল। মুম্বই, ব্যাঙ্গালোর শিবিরেও একঝাঁক বিশ্বমানের পেসার। পিচ-ভাবনায় টিম বিরাটে কাল হয়তো ফিরবেন দীর্ঘকায় কিউয়ি পেসার কাইল জেমিসন। সঙ্গে মহম্মদ সিরাজ, হর্ষল প্যাটেলরা। কিছুটা হলেও এগিয়ে অবশ্য ট্রেন্ট বোল্ট, জসপ্রীত বুমরাহ, অ্যাডাম মিলনেকে নিয়ে গড়া মুম্বই পেস ব্যাটারি।

খাতায়-কলমে নয়, লড়াইটা মাঠে নেমেই। তাই সিরাজের একটা আগ্রাসী স্পেল তুরুপের তাস হতে পারে বিরাটের জন্য। কিংবা এক ম্যাচের ব্যর্থতা ঝেড়ে ফের স্বমহিমায় হয়তো বুমরাহ-বোল্টরা। ব্যাটসম্যানদের জন্য অ্যাসিড টেস্ট। ১৭০ রান তাড়াও কঠিন। আর দুই শিবিরের মূল চিন্তা ব্যাটিংই। মূলত মিডল অর্ডার। মুম্বইকে যেখানে ভাবাচ্ছে সূর্যকুমার যাদব, ঈশান কিষানদের অফফর্ম, তেমনই গ্লেন ম্যাক্সওয়েল-এবি ডিভিলিয়ার্সের রান না পাওয়া চাপে রাখছে বিরাটদের।

হার্দিক পান্ডিয়াকে নিয়েও দোলাচল জারি। ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট অপারেশন জাহির খান এদিন আশার কথা শুনিয়েছেন। জানান, হার্দিক প্র্যাকটিস শুরু করে দিয়েছেন। আগামীকাল হয়তো প্রথম একাদশেও। তবে একশো শতাংশ নিশ্চিত হয়েই সিদ্ধান্ত নেবে টিম ম্যানেজমেন্ট। ফলে অপেক্ষা আরও দীর্ঘায়িত হতে পারে। সেক্ষেত্রে সৌরভ তিওয়ারিই খেলবেন।

হাইভোল্টেজ 'সানডে স্পেশালে' আকর্ষণ দুই অধিনায়ক। মগজাস্ত্রের লড়াই। দুই তারকার ব্যাটের ডুয়েলও। পরস্পরকে ছাপিয়ে যাওয়ার ম্যাচে বিরাট নাকি রোহিত, কে টেক্কা দেন, অপেক্ষায় ক্রিকেটপ্রেমীরাও।

চিন্তিত বিরাট কোহলি। আলোচনা ব্যাটিং কোচ সঞ্জয় বাঙ্গারের সঙ্গে। শনিবার।

মুখোমুখি

ম্যাচ-৩০ মুম্বই-১৯
আরসিবি-১১

শেষ ম্যাচ

২ উইকেটে জয়ী আরসিবি

শেষ পাঁচ

মুম্বই-৩ আরসিবি-২

দ্বিপাক্ষিক ডুয়েল

সর্বাধিক রান

৭৭৪ এবি ডিভিলিয়ার্স (আরসিবি)
৭১৬ রোহিত শর্মা (মুম্বই)

সর্বাধিক উইকেট

১৯ যুযবেন্দ্র চাহাল (আরসিবি)
২১ জসপ্রীত বুমরাহ (মুম্বই)

ম্যাচ সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট

শেষ চারে বেঙ্গালুরু

আর্মি গ্রিন-২ (লাল্লামকিমা-৯ পে., ভিবিন- ৮৯ পে.)
বেঙ্গালুরু এফসি-৩ (মৈরাং-২০, অগাস্টিন-৪৬, ভুটিয়া-৭৪)

শিলাজিৎ সরকার

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : খাতায়-কলমে মনে হয়েছিল সহজেই ডুরান্ড কাপের সেমিফাইনালে চলে যাবে বেঙ্গালুরু এফসি। যদিও অন্যরকম ভাবনা ছিল আর্মি গ্রিনের ফুটবলারদের। ধারে-ভারে এগিয়ে থাকা বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে শারীরিক ক্ষমতা আর দৌড় কাজে লাগিয়ে বাজিমাত করেতে চেয়েছিলেন সেনাবাহিনীর সদস্যরা। যদিও তা করতে পারলেন না গোলের সামনে গিয়ে খেই হারানোয়।

ম্যাচে আর্মির দুটো গোলই হল বেঙ্গালুরুর ডিফেন্ডারদের ভুলে। ৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে দলকে এগিয়ে দেন আর্মির লাল্লামকিমা। তার ঠিক আগেই সহজ সুযোগ হাতছাড়া করেন বেঙ্গালুরুর লিয়ন অগাস্টিন। তবে গোল খেলেও চাপে পড়েনি নৌশাদ মুসার ছেলেরা। বরং মাথা ঠান্ডা রেখে আক্রমণে যান হরমনপ্রীত সিং, অগাস্টিনরা। ২০ মিনিটে ডিফেন্ডার ওয়াংগায়েম মৈরাংয়ের দুর্দান্ত ফ্রি-কিক সমতায় ফেরায় বেঙ্গালুরুকে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই দর্শনীয় গোল অগাস্টিনের। আর্মির গোলরক্ষক শরথ নারায়ণনের মাথার ওপর দিয়ে চিপ করে বলটি গোলে পাঠান তিনি।

লিড নিয়ে আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়ায় বেঙ্গালুরু। ৭৪ মিনিটে স্কোরবুকে নাম তোলেন পরিবর্ত হিসেবে নামা নামগিয়েল ভুটিয়া। এদিন হ্যাটট্রিকের সুযোগ ছিল বেঙ্গালুরুর অগাস্টিনের সামনে। তবে কখনও তাঁর শট পোস্টে লেগে ফেরে, আবার কখনও একটুর জন্য বাইরে যায়। গোল নষ্ট করেছেন বেঙ্গালুরুর অন্য ফুটবলাররাও। নির্ধারিত সময়ের শেষ দিকে ফের পেনাল্টি পায় আর্মি। এবারও গোল করতে ভুল করেননি ভিবিন। শেষ কয়েক মিনিট আর্মি আক্রমণে জোর দিলেও তাদের সফলভাবে আটকে দেয় বেঙ্গালুরুর ডিফেন্স। কয়েকটি ভালো সেভ করেন গোলরক্ষক লারা।

বেঙ্গালুরুর কোচ নৌশাদ মুসাকে চিন্তায় রাখবে দলের ডিফেন্স। এদিন দুইবার পেনাল্টি দেওয়ার পাশাপাশি আর্মিকে বেশ কয়েকবার বক্সে আটকাতে ব্যর্থ মৈরাং, অজিথ কুমাররা। অবশ্য আর্মির ওইনাম গৌতম সিং, শুভম রানারা সুযোগ তৈরি করেও ব্যর্থ হন।

ডুরান্ডে মাঠ নিয়ে ক্ষোভ বেদিয়ার

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : দিল্লি এফসি-কে হেলায় হারিয়ে ডুরান্ড কাপের সেমিফাইনালে জায়গা পাকা করেছে এফসি গোয়া। তা সত্ত্বেও মাঠ নিয়ে ক্ষোভ কমছে না জুয়ান ফেরান্দোর দলের।

বৃষ্টির কারণে বেহাল অবস্থা মোহনবাগান মাঠের। সেই কারণে ম্যাচ ২৪ ঘণ্টা আগে কল্যাণীতে সরাতে বাধ্য হন ডুরান্ড আয়োজকরা। কল্যাণীর মাঠ নিয়েও খুশি ছিল না গোয়া শিবির। এমনকি নাম প্রত্যাহারের কথাও ভেবেছিলেন তাঁরা। তবে শেষপর্যন্ত মাঠে নামলেও কল্যাণীর মাঠ নিয়ে প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দিতে ছাড়েননি গোয়ার অধিনায়ক এডু বেদিয়া। সোশ্যাল মিডিয়ায় মাঠের ছবি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, 'কেরিয়ারে সম্ভবত সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হলাম। কারণ অবশ্যই মাঠ, আবহাওয়া, সময় এবং সফর। সেই প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দল যেভাবে মাঠে জয়ের খিদে দেখিয়েছে তা প্রশংসার যোগ্য।'

শেষ আটের লড়াইয়ে দিল্লিকে ৫-১ গোলে হারায় এফসি গোয়া। ২৯ তারিখ সেমিফাইনালে ফেরান্দোর দল মুখোমুখি বেঙ্গালুরু এফসি'র।

আজ কেকেআরের সামনে সিএসকে

রহস্য স্পিন-তারুণ্য বনাম ক্যাপ্টেন কুল

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : কী অদ্ভুত মিল!

দুই দলই আইপিএলের দ্বিতীয় পর্বে জোড়া জয় পেয়েছে। দুই দলই একই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রবল দাপট দেখিয়ে অনায়াসে ম্যাচ জিতেছে।

বিরাট কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর ও রোহিত শর্মার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে কলকাতা নাইট রাইডার্স ও চেন্নাই সুপার কিংসের পারফরমেন্স দেখার পর চমকে গিয়েছে ক্রিকেটমহল। ইয়োন মরগ্যানের দলের ইউএসপি হিসেবে সামনে আসছে বরুণ চক্রবর্তী ও সুনীল নারায়ণের রহস্য স্পিন। দোসর হিসেবে রয়েছে ভেঙ্কটেশ আইয়ারের তারুণ্যের জোশ। আর সিএসকে-র ইউএসপি তো বহুদিনই ক্যাপ্টেন কুল। মহেন্দ্র সিং ধোনি তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা নিয়ে আগামীকাল অশ্বমেধের ঘোড়া হয়ে ওঠার ইঙ্গিত দেওয়া কেকেআরের সামনে বাধার প্রাচীর তুলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সঙ্গে রয়েছে রুতুরাজ গায়কোয়াড, ফাফ ডুপ্লেসি, ডোয়েন ব্রাভোদের ফর্ম। আর অদ্ভুতভাবে দুই দলের সামনেই জয়ের হ্যাটট্রিকের সুযোগও থাকছে আগামীকাল।

ইতিহাস ও পরিসংখ্যান বলছে, চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে কোনওদিনও সাবলীল নয় শাহরুখ খানের নাইটরা। ২১ এপ্রিল প্রতিযোগিতার প্রথম পর্বের ম্যাচেও সিএসকে-র বিরুদ্ধে ১৮ রানে হেরেছিল কেকেআর। যদিও মাঝের সময়ে কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের পরামর্শে বদলে গিয়েছেন নাইটরা। 'কিছুই হারানোর নেই' মানসিকতা থেকে ভয়ডরহীন ক্রিকেটের মাধ্যমে নিজেদের পারফরমেন্সকে ভিন্ন স্তরে নিয়ে গিয়েছেন শুভমান গিল, আন্দ্রে রাসেল, রাহুল ত্রিপাঠীরা। যদিও নাইটদের ছন্দ ও ধারাবাহিকতা নিয়ে সিএসকে শিবির বিরাট চিন্তিত, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। গত রাতে কোহলিদের চূর্ণ করার পর ম্যাচের সেরা ব্রাভোর কথায় সেই ইঙ্গিত মিলেছে। তিনি বলেছেন, 'নিজেদের কাজ ও দায়িত্বটা জানি আমরা। দুর্দান্ত দলগত পারফরমেন্স করে চলেছি। বাকি প্রতিযোগিতায় এই ছন্দ ধরে রাখতে হবে আমাদের।'

আরসিবি-র বিরুদ্ধে গত রাতের ম্যাচে মাঠে বিরল দৃশ্য দেখা গিয়েছিল। সতীর্থ ব্রাভোর উপর চটে গিয়েছিলেন অধিনায়ক ধোনি। যা নিয়ে সোশ্যাল দুনিয়ায় তোলপাড় শুরু হয়েছিল। কেন রেগে গিয়েছিলেন মাহি? খেলার শেষ ধোনি রহস্য ফাঁস করে বলেছেন, 'আমি ওকে ভাই বলি। প্রতিবার খেলার সময় আমাদের ঝগড়া হয় স্লোয়ার দেওয়া নিয়ে। ওকে বলি, সবাই জানে তুমি স্লোয়ার দাও। তাই বৈচিত্র্যের কারণে ব্যাটার্সদের বোকা বানাও অন্যভাবে।' সতীর্থের সঙ্গে স্লোয়ার দেওয়া নিয়ে ঝগড়া করলেও ক্যাপ্টেন কুল ভালোই জানেন, কার থেকে কীভাবে সেরাটা বের করতে হয়। এটাও জানেন, ব্রাভো তাঁর দলের সম্পদ। তাছাড়া এই মন্তব্যের মাধ্যমে 'মেন্টর' ধোনির ভাবনাও দেখে ফেলেছে দুনিয়া। তাই ধোনি বলেন, 'ব্রাভো আধুনিক ক্রিকেটের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার। দলের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে জানে ও।'

শাহরুখের দলের নাইটরাও নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে ভালোরকম সচেতন। আজ সন্ধ্যার দিকে আবু ধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামের প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে কেকেআরের অনুশীলনের সময় পুরো দলকে দারুণ মেজাজে দেখা গিয়েছে। ফিল্ডিং চর্চা থেকে শুরু করে ব্যাটিং-বোলিং, সবেতেই ছিল নয়া জোশ। কোচ ম্যাককুলামের মডেলে নাইটরা এখন জয়ের হ্যাটট্রিকের পাশে প্লে-অফকেও পাখির চোখ করে ফেলেছেন। অধিনায়ক মরগ্যানের কথায়, 'দুটো জয় এসেছে। কিন্তু পথ চলার এখনও অনেক বাকি। আমাদের সতর্কভাবে এগোতে হবে।' নাইট অধিনায়কের এমন আত্মবিশ্বাসের নেপথ্য কারণ, বোলারদের পাশে দলের ওপেনারদের স্বপ্নের ফর্ম। কুড়ির ক্রিকেটে দলের এই ছন্দ ধরে রাখাই এখন চ্যালেঞ্জ ক্যাপ্টেন মরগ্যানের জন্য।

ম্যাচ বিকেল ৩টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কে

গিলের কাঁধে নারায়ণ। আজ কি ধোনিদের কাঁধে চাপতে পারবেন তিনি।

হেড টু হেড

মোট ম্যাচ ২৪। কেকেআরের জয় ৮ বার। সিএসকে জিতেছে ১৫ বার। একটি ম্যাচ পরিত্যক্ত।

তথ্যতলাশ

- প্রথম পর্বের ম্যাচে ধোনিরা জিতেছিলেন ১৮ রানে।
- দুই দলের ওপেনাররা দারুণ ফর্মে। গিল-ভেঙ্কটেশ বনাম রুতুরাজ-ডুপ্লেসির লড়াইয়ের মধ্যে লুকিয়ে ম্যাচের ভাগ্য।
- বরুণ চক্রবর্তী-সুনীল নারায়ণের রহস্য স্পিন বনাম সিএসকে ব্যাটিংয়ের লড়াই উপভোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা।
- দীপক চাহারের পেস ও ডোয়েন ব্রাভোর স্লোয়ার কীভাবে সামলান নাইট ওপেনাররা, সেদিকে নজর থাকবে।

ব্যর্থ সঞ্জু স্যামসনের একক লড়াই

প্লে-অফে এক পা ঋষভের দিল্লির

বল করে পড়ে গেলেন কাগিসো রাবাদা। কিন্তু সেই বলে মাহিপাল লোমরোরের উইকেটও পেয়েছেন তিনি।

আবু ধাবি, ২৫ সেপ্টেম্বর : সঞ্জু স্যামসনের লড়াই ব্যর্থ করে প্লে-অফের দিকে এক পা বাড়িয়ে রাখল দিল্লি ক্যাপিটালস। দুরন্ত বোলিং এবং শ্রেয়স আইয়ারদের দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ের যোগফল ৩৩ রানে জয়। ১০ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট, যার সুবাদে নিজেদের অবস্থান আরও দৃঢ় করে নিল লিগ টেবিলের ফার্স্টবয়রা।

প্রথমে ব্যাটিং করে ১৫৪ করে দিল্লি। টার্গেটটা আহামরি ছিল না। যদিও রাজস্থান রয়্যালস অধিনায়ক সঞ্জু পাশে পাননি কোনও সতীর্থকেই। লো স্কোরিং ম্যাচে ৫৩ বলে ঝলমলে ৭০ করার পরও হারের হতাশা নিয়ে ফিরতে হয় তাঁকে।

ম্যাচে হট ফেভারিট ছিল ঋষভ পন্থ ব্রিগেডই। ফলাফলেও অন্যথা হয়নি। অথচ, শুরুতে রাশ ছিল রাজস্থানের হাতেই। ২১ রানে শিখর ধাওয়ান (৮), পৃথ্বী শ (১০) ডাগআউটে। মুস্তাফিজুর রহমান (২৬/২), চেতন সাকারিয়াদের (৩৩/২) নিয়ন্ত্রিত বোলিং বাকি সময়েও রানের গতি বাড়াতে দেয়নি।

ঋষভকে (২৪) নিয়ে ৬২ রানের জুটিতে ধাক্কা সামলান শ্রেয়স (৪৩)। গত ম্যাচেও উইনিং ইনিংস খেলেছিলেন। এদিনও দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ে দলকে লড়াইয়ের রসদ জোগালেন। ম্যাচের সেরার পুরস্কারও তার হাতে। শিমরন হেটমেয়ার শেষদিকে ২৮ রান করেন। পরে শ্রেয়স বলেছেন, 'পিচ বুঝে শট খেলেছি। ঋষভের সঙ্গে আমার বোঝাপড়া বরাবরই ভালো। এদিনও জুটিটা উপভোগ করেছি।'

রাজস্থান ইনিংসে সঞ্জু বনাম দিল্লি বোলারদের ডুয়েল। কাগিসো রাবাদা (২৬/১), আনরিচ নর্তজের (১৮/২) গতি আর রবিচন্দ্রন অশ্বীন-অক্ষর প্যাটেলের স্পিনের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি রাজস্থানের আর কোনও ব্যাটসম্যান। লিয়াম লিভিংস্টোন (১), যশস্বী জয়সওয়াল (৫), ডেভিড মিলার (৭), রিয়ান পরাগ (২)- ব্যর্থতার লম্বা তালিকা। সঞ্জু ছাড়া দুই অঙ্কে শুধু মহিপাল লোমরোর (১৯)।

গোটা ইনিংসে ৮টি বাউন্ডারি, সবক'টিই সঞ্জুর ব্যাট থেকে। ৫৩ বলে সঞ্জু যেখানে ৭০ করেছেন, সেখানে বাকিরা ৭৩ বলে ৪৫! এরপর রাজস্থান ম্যাচ জিতবে ভাবাটা বাড়াবাড়ি। রাজস্থান-অধিনায়কের গলাতে সেই আক্ষেপ- 'টার্গেটটা নাগালের মধ্যেই আছে ভেবেছিলাম। কিন্তু পরপর উইকেট হারিয়ে মোমেন্টামটাই নষ্ট হয়ে যায়।'

সংক্ষিপ্ত স্কোর

দিল্লি ঃ ১৫৪/৬ (শ্রেয়স ৪৩, ঋষভ ২৪, মুস্তাফিজুর ২২/২, সাকারিয়া ৩৩/২)

রাজস্থান ঃ ১২১/৬ (সঞ্জু ৭০ অপরাজিত, লোমরোর ১৯, নর্তজে ১৮/২, অশ্বীন ২০/১)

এসসি-কে চিঠি ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : মহিলা লিগ এবং ফুটসল টুর্নামেন্ট খেলতে চেয়ে বিনিয়োগকারীদের চিঠি দিল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। তবে এই বিষয়ে খুব একটা আগ্রহ আর দেখাচ্ছে না এসসি ইস্টবেঙ্গল কর্তৃপক্ষ।

দিন কয়েক আগে বিনিয়োগকারী সংস্থার কাছে মহিলা লিগ এবং ফুটসল খেলতে চেয়ে চিঠি দেয় ক্লাব। যেখানে বলা হয়েছে, বিনিয়োগকারীরা যদি দল নামাতে রাজি না থাকে, তাহলে ক্লাব দল গড়ার কাজ করবে। তবে সেই চিঠির কোনও উত্তর এখনও পর্যন্ত পাঠাননি বিনিয়োগকারী কর্তারা। কারণ হিসাবে তাঁদের তরফে এক কর্তা বলেছেন, 'আমরা বারবার একই চিঠি আর দিতে চাইছি না। বাড়তি কোনও অর্থ আর খরচ করা হবে না। যেহেতু আমরা আইএসএল খেলতে দায়বদ্ধ ছিলাম, তাই এটুকু অর্থই ব্যয় করব। এর বাইরে আর কোনও আর্থিক খরচ আর করা হবে না।' তবে একইসঙ্গে তিনি এটাও জানিয়ে দেন, এসসি ইস্টবেঙ্গলের নামে কোনও টুর্নামেন্ট খেলতে হলে, ইন্ডিমেনিটি বন্ডে সই করে খেলতে হবে ক্লাবকে।

এদিকে, এই মাসের শেষেরদিকে গোটা দল যাচ্ছে গোয়ায়। তিনভাগে ভাগ করে ভারতীয়দের পাঠানো হবে। ২৭, ২৮ ও ২৯ সেপ্টেম্বর, এই তিনদিনের মধ্যেই দলের সঙ্গে যোগ দেবেন বিদেশিরাও। ১ অক্টোবর থেকে ৮ দিনের নিভৃতবাস পর্ব শুরু হবে। তারপর কাজ শুরু করবেন নতুন কোচ ম্যানুয়েল ডিয়াজ। সুত্রের খবর, চুক্তি থাকায় দলে রেখে দেওয়া হতে পারে বলবন্ত সিংকেও। এদিকে, এদিন দলের নতুন হেড স্পোর্টস সায়েন্টিস্ট হিসাবে কাজ করবেন জোসেফ রোনাল্ড ডি অ্যাঞ্জেলস। তিনি এর আগে ২০১২ সালে করিম বেঞ্চারিফার সঙ্গে মোহনবাগানে কাজ করে গিয়েছেন।

হার অ্যাটলেটিকোর

মাদ্রিদ, ২৫ সেপ্টেম্বর : লিগ টেবিলের শেষে থাকা আলাভেসের বিরুদ্ধে ১-০ গোলে হারল অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। ফলে শীর্ষে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের বিরুদ্ধে দুই পয়েন্টে পিছিয়ে পড়ল তারা। শনিবার রাতে ভিয়ারিয়ালের বিরুদ্ধে জিতলে ৫ পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে যাবে রিয়াল।